দৈনিক ইনকিলাব
MAR 1
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

লুৎফর রহমান বীনু ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গতকাল ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স-এর ১০ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর ফলক উন্মোচন করেন

প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করতে আমরা প্রয়োজনীয় সংস্কার করব

প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, প্রশাসনকে আমরা দেশ ও জনগণের সেবাদানের যোগ্য করে তুলতে চাই। দক্ষ ও গতিশীল করতে চাই। এজন্য যে সকল সংস্কার প্রয়োজন, তা আমরা করবোই। প্রশাসনে আমরা মেধা, যোগ্যতা ও পেশাগত জ্ঞানের উৎকর্ষতাকে সবকিছুর ওপরে ঠাঁই দেব। কিন্তু জনপ্রশাসনে কোন ধরনের বিশৃংখলা বা উচ্ছৃংখল আচরণ প্রশ্রয় দেয়া হবে না। তিনি বলেন, যারা সরকারী, আধা সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় চাকরি করছেন, তারা এদেশের আপামর জনগণের ট্যাক্সের পয়সা থেকে বেতন পান। সুতরাং বিনিময়ে জনগণকে ঠিকমতো সার্ভিস দিতে হবে। এর অন্যথা যাতে না হয়, সেদিকে আপনারা সবাই নজর রাখবেন। দল নয়, ব্যক্তি নয়, সবার ওপরে দেশ। সেই দেশের স্বার্থকে, জাতির কল্যাণকে সবকিছুর ওপরে ঠাঁই দিতে হবে। আর যদি আমরা তা পারি তাহলে আমাদেরকে কেউই পেছনে ঠেলে রাখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

প্রশাসনকে দক্ষ ও গতিশীল করতে সংস্কার করব

প্রথম পৃষ্ঠার পর]

(আইইবি) ৪৬তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গতকাল (রবিবার) প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। আইইবি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রকৌশলী ডঃ এম এ কে আজাদের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউশনের সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খান মনজুর মোরশেদ, আইইবি ঢাকা কেন্দ্রের ও সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মনোয়ার হোসেন চৌধুরী এবং ঢাকা কেন্দ্রের সম্পাদক প্রকৌশলী মোহাম্মদ রবিউল আলম। এ অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আইইবি'র ১০ তলা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এছাড়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি দেশের বিশিষ্ট প্রকৌশলী ও শিক্ষাবিদ, বুয়েটের সাবেক ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদকে ২০০১ সালের আইইবি স্বর্ণপদক প্রদান করেন এবং আইইবি'র শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র হিসেবে যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও চাঁদপুরের কর্মকর্তাদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রীকেও আইইবি'র পক্ষ থেকে ক্রেস্ট ও সাম্প্রতিক প্রকাশনাসমূহ উপহার দেয়া হয়। দেশ-বিদেশের প্রায় ৪ হাজার প্রকৌশলী এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বেগম খালেদা জিয়া দেশের ৪টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে (বিআইটি) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আরো বলেন, দারিদ্র্য মোচন ও বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় সফল অংশীদার হবার জন্য প্রকৌশলীদের প্রতিটি উদ্যোগ ও কাজে সরকার সক্রিয় সমর্থন যোগাবে এবং সহযোগিতা দান করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের উন্নয়ন কাজের সুফল গরীব সাধারণ মানুষের কাছে খুব কমই পৌছায়। অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও এটিই সত্য। এতে বোঝা যায়, এখনো আমরা সামাজিক ন্যায় বিচার কায়েম করতে পারিনি। বঞ্চনা ও বৈষম্য দূর করার জন্য আমাদেরকে আরো অনেকদূর যেতে হবে।

দেশের উন্নয়ন কাজের দিকনির্দেশনায় কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কিনা তা উন্নয়ন ও নির্মাণ পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত প্রকৌশলীদের গভীরভাবে খতিয়ে দেখার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নিয়োজিত প্রকৌশলীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার বিষয়টিও নিশ্চিত হওয়া দরকার।

উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তমান সরকার একটি বিপর্যস্ত অর্থনীতি হাতে পেয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত সরকারের অপরিকল্পিত ব্যয় ও সীমাহীন দুর্নীতি রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে করেছে শূন্য। এই শূন্য কোষাগারকে পূর্ণ করার দায়িত্ব বর্তেছে বর্তমান সরকারের উপর। কিন্তু একা সরকারের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এজন্য সবার সার্বিক সহযোগিতা দরকার। সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপকে সফল করে তুলতে প্রকৌশলীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা তাদের মেধা ও সৃজনশীলতা দেশের উন্নতির জন্য ঠিকমত কাজে লাগাবেন।